

2690 - জনকৈ খ্রিস্টানরে সাথে ঐকান্তিকি সংলাপ

প্রশ্ন

আমি আপনাদরে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছিলাম। ওয়েবসাইটটি সত্যিই আমার কাছে ভালো লগেছে। আমি একটি খ্রিস্টান ধর্মীয় বদ্যালয়রে ছাত্রী। আমি আরো জানতে আগ্রহী। নমিনোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি আপনার মতামত জানতে চাই? এগুলো কি সত্য?

ইসলামে জান্নাত হলো: মদ, নারী ও গান। আর জান্নাতরে পথ হলো: এইসব বিষয় থেকে দূরে থাকা এবং সাথে ইসলামরে পাঁচটি স্তম্ভ পালন করা।

ইসলামে সম্ভবতঃ মুক্তি বা পরিত্রাণরে কোনে নশ্চয়তা নাই। শুধু বলা হয়: জীবদ্দশায় এই পথ অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কোনে নশ্চয়তা নাই। আমি এভাবে নশ্চয়তা ছাড়া কোনে জীবন যাপন করতে পছন্দ করনি। আমি জানি মুসলমানরো “আদি পাপ” (original sin)-এ বিশ্বাস করে না। কিন্তু মানুষ জন্মগতভাবে পাপী হোক বা না হোক, আপনকি আমার সাথে একমত নন যে মানুষ ভুল করে এবং অনেকে ভুল করে? সুতরাং মানুষ তার ভুল ও পাপরে ব্যাপারে কী করবে? আমি তওবা (অনুতাপ) বুঝি। কিন্তু সম্ভবতঃ কউই আল্লাহর কাছে নশ্চিতি মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। এজন্যই আল্লাহ তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য ক্রুশবদ্ধ হতে পাঠিয়েছেন; আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতরে পাপ থেকে মুক্তির জন্য।

ইসলামে কোনে প্রকার মুক্তির নশ্চয়তা নাই। এটা সত্যিই ভয়রে ব্যাপার। মুক্তির নশ্চয়তা ছাড়া জীবন যাপন করা। আপনি সারাজীবন কাটিয়ে দবিনে কিন্তু কয়ামতরে দিন মুক্তির জন্য যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন কনি তা জানতে পারবনে না। আপনি জানতে পারবনে না যে, আপনি যথেষ্ট নামায পড়ছেন; নাকি পড়েননি। ... এটা সত্যিই ভয়ংকর ব্যাপার।

আমি অনেকে মুসলিম সহপাঠীকে জিজ্ঞাসা করছি তারা কনি নশ্চিতি যে তারা মৃত্যুর পর জান্নাতে বা জাহান্নামে যাবে? কিন্তু কউই “হ্যাঁ” সূচক জবাব দয়েনি। ইসলামে কোনে নশ্চয়তা নাই। কারণ ইসলামে যীশু খ্রিস্টরে প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে মুক্তির ধারণা নাই। বরং ইসলামে মুক্তি ব্যক্তির কাজ ও কর্মরে ওপর নির্ভর করে।

আরও একটি বিষয়: আমি যদি মুসলিম হতে চাই, তাহলে আমি মুসলিম হতে পারব না। যদি মুসলমানরো বিশ্বাস করে যে মানবজাতির মধ্যে তারাই মনোনীত। তা না হলে তারা তাদের ধর্ম প্রচার করে না কেন? এটা কনি শুধু ভাগ্যরে ব্যাপার যে, আপনি মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন?

কিন্তু যে কোনে লোক খ্রিস্টান হতে চায়, সেটা সে করতে পারে। যে কউ কয়কে সেকেন্ডরে মধ্যেই খ্রিস্টান হতে পারে।



আমি জন্মের সময় খ্রিস্টান ছিলাম না। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে যীশু খ্রিস্টই প্রভুর কাছে পৌঁছার একমাত্র পথ।

যীশু নিজেকে বলছেন: ‘আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। আমার মাধ্যম ছাড়া কউ পতির কাছে যেতে পারবে না।’ তিনি বলেননি: ‘আমি অনেকে পথেরে একটা, বরং বলছেন ‘আমি-ই পথ।’

তিনি আরও বলছেন: ‘আমি ও পিতা এক।’

আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে কোনো লোক এসব সত্যকে উপেক্ষা করতে পারে, যদি না তারা এসব কথা আগে না শুনতে থাকে।

আমি আপনার কাছ থেকে একটা উত্তর ও মন্তব্য আশা করছি।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

ইসলামী আকীদা সম্পর্কিত কিছু বিষয়:

১. জান্নাতের নিয়ামত শুধু শারীরিক বা ইন্দ্রিয়গত নয়; বরং আত্মকিও। সেটা হলো অন্তরে প্রশান্তির মাধ্যমে, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও আল্লাহর নৈকট্যে মাধ্যমে। বরং জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো মহান আল্লাহকে স্বেচ্ছায় দেখা।
২. ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা শুধু বরজনের (কিছু না করার) নির্দেশে দেয় না; বরং কাজ করারও নির্দেশে দেয়। তাই মুক্তলিভ শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বরিত থাকলেই অর্জিত হবে না; বরং ফরয কাজগুলো পালন করতে হবে এবং হারাম থেকে বরিত থাকতে হবে। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে নির্দেশিত কার্যাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলী বরজন করা।
৩. ইসলাম নিশ্চয়তা দেয় যে, প্রত্যেকে নিষ্ঠাবান মুসলিম যে মৃত্যু অবধি আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবচল থাকবে সে অবশ্যই নিশ্চিতিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
৪. মানুষের পাপ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাস হলো: একজন ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের দায় নিজেকে বহন করবে; অন্য কউ এর দায় বহন করবে না। অনুরূপভাবে সে নিজেকে অন্যের কৃতকর্মের দায় বহন করবে না।
৫. ইসলামে প্রবেশের চাবিকাঠি মাত্র দুটি বাক্য: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই” এবং “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।” এই ঘোষণার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কয়কে সেকেন্ডের মধ্যেই মুসলিম হতে পারে। এর জন্য বাপ্তিস্ম, যাজক বা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে (মসজিদ বা অন্য কথোও) যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।



পর সমাচার:

প্রিয় প্রশ্নকারী, আপনি ইসলাম ধর্মেরে কিছু বিষয় সম্পর্কে কিছু ধারণা পশে করে জিজ্ঞাসা করছেন, আমরা এ জিজ্ঞাসাকে মূল্যায়ন করি। আমরা আশা করব: আপনি যা লিখছেন তার কিছু বিষয়ে পর্যালোচনা এবং কিছু বিষয়ে ভুল ধারণার সংশোধন করা যেনে সত্যে পৌঁছানো ও সত্যকে গ্রহণ করার পথ হয়ে উঠে।

জান্নাতেরে নযোমত কিশুই ইন্দ্ৰযিগ্রাহ্য ও দহৈকি?

আপনি জান্নাত সম্পর্কে যে ইসলামী আকদি তুলে ধরে বলছেন যে এটিকবেল মদ, নারী ও সঙ্গীতেরে নযোমত; এটিএ বিষয়ে সঠিকি বশ্বাস থেকে অনেক দূরে ও অসম্পূর্ণ। কেননা জান্নাতেরে নযোমত শুধুমাত্র ইন্দ্ৰযিগত বা শারীরিকি নয়; বরং এটি হৃদয়েরে প্রশান্তি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর সান্নিধ্যেরে মাধ্যমে আত্মকি নযোমতও বটে। বরং জান্নাতেরে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নযোমত হলো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামনিরে সাক্ষাৎ লাভ করা। যখন জান্নাতবাসীরা তাঁর মহমিন্বতি চহোরা দেখতে পাবে, তখন তারা তাদের সমস্ত নযোমতেরে কথা ভুলে যাবে। জান্নাতে এমন সব বিষয় থাকবে যা মন চায় এবং যা দেখলে চোখ তপ্ত হয়। সেখানে কোনো অর্থহীন কথাবার্তা বা পাপেরে কথা শোনা যাবে না। কবেল শোনা যাবে ‘সালাম, সালাম।’ “কোনো আত্মাই জানে না তার জন্ম কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এ হলো তাদের কৃতকর্মেরে পুরস্কার”। মোদ্দাকথা: জান্নাতবাসীদের নযোমত আপনি যা বলছেন তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এর চয়ে অনেক ব্যাপক।

ইসলামে কিশু নযিদিধ বিষয় বর্জনেরে মাধ্যমহৈ মুক্তি পাওয়া যায়?

আপনি বলছেন যে জান্নাতে প্রবশে করা কিছু নরিদশিট হারাম বিষয় বর্জনেরে মাধ্যমহৈ অর্জতি হয়। এইভাবে বলা এটিও একটি বড় ভুল। কেননা ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা শুধু বর্জনেরে (কিছু না করার) নরিদশে দেয় না; বরং কাজ করারও নরিদশে দেয়। তাই মুক্তলাভ শুধু নযিদিধ কাজ থেকে বরিত থাকলেই অর্জতি হবে না; বরং ফরয কাজগুলো পালন করতে হবে এবং হারাম থেকে বরিত থাকতে হবে। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে নরিদশেতি কার্যাবলী পালন করা এবং নযিদিধ কার্যাবলী বর্জন করা। এছাড়া জান্নাতেরে সমস্ত নযোমত এমন নয় যে দুনিয়ায় যা হারাম ছিল এর পুরস্কারস্বরূপ তা দেওয়া হবে। বরং জান্নাতে এমন অনেক নযোমত আছে যা দুনিয়াতেও বধৈ ছিল। যমেন ববাহ দুনিয়াতে বধৈ এবং তা জান্নাতেরেও নযোমত। ডালমি, ডুমুর ইত্যাদি সুস্বাদু ফলমূল দুনিয়ায় বধৈ এবং জান্নাতেরেও নযোমত। দুধ ও মধু পান করা দুনিয়ায় বধৈ এবং জান্নাতেরেও নযোমত প্রভৃতি।

বরং দুনিয়ায় হারাম বস্তুর মধ্যে যে কষতকিরক রয়েছে, সেটি জান্নাতে সরিয়ে নেওয়া হবে যদি তা জান্নাতেরে নযোমতেরে অন্তর্ভুক্ত হয়; যমেন: মদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতেরে মদ সম্পর্কে বলছেন:

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

“এতে ক্ഷতকির কছি নহে এবং এটি পান করলে কটে মাতালও হয় না।” সুতরাং এই মদ মস্তুস্কিরে বকিত্ব ঘটাবে না, মাথা ব্যথা ও পটে ব্যথার কারণও হবে না। অর্থাৎ এর প্রকৃতি দুনিয়ার মদরে চয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। মোদদাকথা: জান্নাতরে নযোমত কবেল দুনিয়ার হারাম বস্তুগুলোকো বধৈ করার মধ্য সীমাবদ্ধ নয়।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা দরকার যে, এমন অনেকে হারাম বিষয় আছে যা দুনিয়ায় বর্জন করার পুরস্কারস্বরূপ আখরোতে তার সমতুল্য কছি দেওয়া হবে না; চাই তা খাবার হোক, পানীয় হোক বা কোনো কাজ বা কথা হোক। যমেন বিষ দুনিয়ায় হারাম হলেও তা আখরোতে নযোমত হবে না। তমেনি সমকামতি ও মাহরামদরে সাথে ববাহ বন্ধন দুনিয়ায় নষিদিধ এবং আখরোতেও তা বধৈ হবে না। আলহামদুলিল্লাহ এটি স্পষ্ট।

ইসলামে জান্নাতরে কোনো নশ্চয়তা আছে কি?

আপনি বলছেন যে জান্নাতরে কোনো নশ্চয়তা না থাকলে আপনার কথা অনুযায়ী মানুষের জীবন নকিষ্ট ও কদর্য হয়ে যাবে। এর উত্তর হলো: এই ধরনের ভুল ধারণাই এমন উপসংহারে পৌঁছে দেয়। বরং আপনি যদি বলতেন: ‘যদি প্রত্যকে ব্যক্তির জন্য জান্নাতরে নশ্চয়তা থাকত, তাহলে সটেই হতো মহাবপিদ’। কেননা তখন মানুষ সেই নশ্চয়তার উপর ভর করে সব হারাম কাজ করত এবং সমস্ত নষিদিধ বিষয়ে লিপ্ত হতো।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা অপরাধী তারা অনেকে সময় এই ভুল নশ্চয়তা এবং পাদরীদের কাছ থেকে পাপমোচনের সনদ ও ক্ষমার আবদেনের উপর নর্ভর করে পাপকাজ করে থাকে। আমাদের রব তাদের সম্পর্কে বলছেন:

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“তারা (ইহুদি ও খ্রিস্টানরা) বলে: ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছাড়া কটে জান্নাতে প্রবশে করবে না। এটাতো তাদের অলীক আশা। বলুন: তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো।” [সূরা আল-বাকার: ১১১]

আমাদের (মুসলমানদের) কাছে জান্নাতরে বিষয়টি আমাদের ইচ্ছা বা অন্যদের ইচ্ছার উপর নর্ভর করে না। যমেন আমাদের রব বলছেন:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

“বিষয়টি তোমাদের আশা অনুযায়ী কিংবা কতিবধারীদের আশা অনুযায়ী হবে না। যে খারাপ কাজ করবে তাকে প্রতফিল দেওয়া হবে এবং আল্লাহ ছাড়া সে নজিরে জন্য কোনো অভভিবক বা সাহায্যকারী পাবে না।” [সূরা আন-নসি: ১২৩]



নচিহে ইসলামী আকদিয় পরণিতরি নশ্চিযতা সন্পর্কহে সৎক্শপিত ববিরণ দহেওয়া হলহো:

ইসলাম এই নশ্চিযতা দহে যহে, প্ৰত্য়হে নশ্চিঠাবান মুসলমি যহে মৃত্য়ু অবধি আল্লাহর আনুগত্য়হে উপর অবচিল থাকবহে সহে অবশ্য়ই নশ্চিতিভাবে জান্নাতহে প্ৰবশে করবহে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবহে বলহেনে:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
قِيلًا

“আর যারা ঈমান এনহেহে এবং সৎকাজ করহেহে, আমতিদরেকহে জান্নাতহে প্ৰবশে করাব যার তলদশে দহিহে নদী প্ৰবাহতি হয়। সখোনহে তারা অনন্তকাল বাস করবহে। এটি আল্লাহর সত্য় ওয়াদা। কথায় আল্লাহর চহেহে কথায় সত্য়বাদী আর কহে আছহে?” [সূরা আন-নসি: ১২২]

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

“যারা ঈমান আনহে ও সৎকাজ করহে আল্লাহ তাদরেকহে ওয়াদা দহিহেনে যহে, তাদরে জন্য় রহহেহে ক্শমা ও মহান পুরস্কার।” [সূরা মাযদিহ: ৯]

جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا

“চরিস্থায়ী জান্নাতহে, করুণাময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদরেকহে অদৃশ্য়হে যার প্ৰতশ্চিরুতি দহিহেনে। তনিতিহে সহে সত্তা যার প্ৰতশ্চিরুতি অবশ্য়ম্ভাবী।” [সূরা মারইযাম: ৬১]

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا

“বলুন: এটা (জাহান্নামহে সহে শাস্তি) উত্তম; নাকি সহে চরিস্থায়ী জান্নাত যার প্ৰতশ্চিরুতি মুত্তাকীদরেকহে দহেওয়া হহহেহে? এটাই হবহে তাদরে পুরস্কার ও গন্তব্য়।” [সূরা আল-ফুরকান: ১৫]

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

“কন্তি যারা তাদরে রবকহে ভয় করহে, তাদরে জন্য় রহহেহে কক্শরে উপরে আরও কক্শ। যগেলগের তলদশে দহিহে নদী প্ৰবাহতি হয়। এটা আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ কখনহে ওয়াদা খলোফ করনে না।” [সূরা আয-যুমার: ২০]

একইভাবে ইসলাম এই নশ্চিযতাও দহে যহে, যহে কাফরি আল্লাহর নর্দশে থকহে মুখ ফরিযিহে নহে, সহে অবশ্য়ই জাহান্নামহে প্ৰবশে করবহে। আল্লাহ বলহেনে:

وَعَذَابُ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

“আল্লাহ মুনাফকি পুরুষ, মুনাফকি নারী এবং কাফরিদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সেখানে তারা চরিকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের অভিশাপ দিচ্ছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।” [সূরা আত-তাওবা: ৬৮]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ

“যারা কুফরি করছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে না, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিচ্ছি।” [সূরা ফাতরি: ৩৬]

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ*أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

“এই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হত। আজ তোমরা এতে প্রবশে করো; কারণ তোমরা কুফরি করত।” [সূরা ইয়াসিনি: ৬৩-৬৪]

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি উভয় দলের ক্ষতেরই লঙ্ঘ্যতি হবে না। যমেন কয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর উভয় দলের অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“জান্নাতের অধবাসীরা জাহান্নামের অধবাসীদের ডেকে বলবে: আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেলিনে, আমরা তা ঠিকমতো পয়েছি। তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেলিনে তোমরা কী তা ঠিকমতো পয়েছে? তারা বলবে: হ্যাঁ। তখন একজন ঘোষক তাদের মধ্যে ঘোষণা করবেন: জালমিদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।” [সূরা আল-আরাফ: ৪৪]

সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান এনে সৎকাজ করবে এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবশে করবে। আর যে কুফরি করবে, মন্দ কাজ করবে এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। তারপর ইসলামের একটি মহান মূলনীতি হলো: একজন মুমনি ভয় ও আশার মধ্যে জীবন অতিবাহতি করবে। সে নজিকে জান্নাতী বলে হুকুম দাবে না; কারণ এতে সে আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে যাবে। তাছাড়া সে জানে না কোন অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। অন্যদিকে সে নজিকে জাহান্নামী বলেও রায় দাবে না; কারণ এটি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া; যা হারাম। সে সৎকাজ করবে এবং আশা রাখবে যে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন। অন্যদিকে সে আল্লাহর আযাবের ভয়ে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকবে। যদি সে পাপ করে ফলে তাহলে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তওবা করবে এবং তওবার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা

করবে। আল্লাহ তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং পাপ মাফ করেন। মুমনি ব্যক্তি যখন এই ভয় করবে যে, সে যা ভালো কাজ করেছে তা যথেষ্ট নয় (আপনার ভাষায়) তাহলে এই ভয় ও আশার কারণে সে আরও বেশি আমল করবে।

সে যতই সংকাজ করুক না কেন, সে সেগুলোর উপর নরিভর করে বসে থাকবে না, প্রবঞ্চতি হবে না। কারণ এমনটি হলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। বরং সে আমল করে যায় এবং সওয়াবের আশা রাখে। একইসাথে সে তার আমল নিয়ে রযিা (লটৌকিতা), আত্মতুষ্টি ও বাতলি হওয়ার ভয় পায়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা মুমনিদের ব্যাপারে বলছেন:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

“এবং যারা তাদের যা দান করার তা দান করে এই অবস্থায় যে, তাদের অন্তর ভীত-কম্পতি; কারণ তারা তাদের রবের কাছে ফরিে যাবে।”[সূরা আল-মুমনি: ৬০]

এভাবে মুমনি আমল করে যায়; আশা নিয়ে ও ভয় সহকারে যতক্ষণ না সে তাওহীদ ও সংকাজের উপর বলবৎ থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে। পরণিততিে সে প্রভুর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করে। আপনি যদি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এগুলোই আমলরে সঠিক প্ররেনা এবং জীবনে সঠিক পথে চলা কবেল এভাবেই সম্ভব।

আদি পাপ-এর ব্যাপারে ইসলামী আকীদার অবস্থান

আপনি আদি পাপরে বিষয়ে যা উল্লেখ করেছেন তা কয়কেটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়:

প্রথমত: মানুষের পাপরে ব্যাপারে ইসলামী আকীদার অবস্থান হলো: একজন ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের দায় নিজেরে বহন করবে; অন্য কেউ এর দায় বহন করবে না। অনুরূপভাবে সে নিজেরে অন্যের কৃতকর্মের দায় বহন করবে না। যমেনটি আল্লাহ বলছেন: “এক পাপী অন্য পাপীর পাপ বহন করবে না।” এই আয়াতের মাধ্যমে আদি পাপরে ধারণা খণ্ডতি হয়ে যায়। কেননা বাবা পাপ করলে সন্তান ও নাতিনাতনদিরে কী দোষ যে তারা অন্যের পাপরে বোঝা বহন করবে? যে খ্রিস্টীয় আকীদা সন্তানদের উপর বাপের পাপরে বোঝা চাপিয়ে দেয় তা সুস্পষ্ট জুলুম। কোনো ববিকেবান মানুষ কী বলতে পারে যে— ‘পাপ’ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবজাতির মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে চলতে থাকবে এবং দাদার পাপ সন্তানদেরকে, নাতিনাতনদিরেরকে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে কলঙ্কতি করবে??

দ্বিতীয়ত: পাপ করা মানুষের প্রকৃতিগত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “প্রত্যকে আদম সন্তানই পাপপ্রবণ।”[তিরমযি: ২৪২৩] কনিতু আল্লাহ মানুষকে পাপরে সামনে অসহায় করে রাখেননি যে সে কিছুই করতে পারবে না। বরং আল্লাহ তাকে সুযোগ দিচ্ছেন এবং তওবা ও প্রত্যাবর্তনের দরজা খোলা রেখেছেন। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগরে হাদসিরে শেষে বলছেন: “আর পাপপ্রবণদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো

তওবাকারীরা।”

ইসলামের শরীযতে ‘আল্লাহর রহমত’ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যখন তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে বলেন:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“(আমার এই কথা লোকদেরকে) বলে দাও: হে আমার বান্দারা! যারা নজিদের উপর বাড়াবাড়ি করছে! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নশ্চয় আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দবিনে। নশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।” [সূরা আয-যুমার: ৫৩]

এটাই মানব আত্মার প্রকৃতি, এটাই তার পথ এবং পাপের সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়। পক্ষান্তরে, এই মানবীয় প্রকৃতিকে (পাপপ্রবণতাকে) মানুষ ও প্রভুর মধ্যে অপ্রতিরোধ্য দ্ব্যৌল বানানো এবং এটি মনে করা যে, মানুষ কিছুতেই প্রভুর সন্তুষ্টির নাগাল পাবে না যতক্ষণ না প্রভু তাঁর (কথতি) পুত্রকে পাঠান যাতে সে (কথতি) পতির দৃষ্টি ও শ্রবণের সামনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ক্রুশবদ্ধ হয় এবং তবই তিনি মানবজাতিকে ক্ষমা করবেন— এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও হাস্যকর। এই বাতলি কথাটি উল্লেখ করাই এর খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট।

আমি একবার একজন খ্রিস্টানদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলাম: তোমরা যদি বলো যে আল্লাহ তাঁর পুত্রকে ক্রুশবদ্ধ হতে পাঠালেন সে সময়কার মানবজাতির পাপমুক্তির জন্য কথিবা যারা ক্রুশবদ্ধের পর আসবে তাদের পাপমুক্তির জন্য। তাহলে যারা যীশুর জন্মের আগে পাপ করে মরে গেছে এবং ক্রুশবদ্ধকরণে এই আকদি জানার সুযোগ পায়নি বলে এর প্রতি বিশ্বাস করতে পারেনি, তাদের কী অবস্থা হবে? তখন লোকটি শুধু এইটুকু বলল: আমাদের পাদ্রীদের কাছে নশ্চয় এর উত্তর আছে! যদি উত্তর পাওয়াও যায়, তা হবে কেবল মনগড়া কথা। এছাড়া তারা আর কী বলতে পারবে?

আপনি যদি নিরপেক্ষ ববিকে দিয়ে খ্রিস্টানদের “আদি পাপ”-এর বিশ্বাস পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে, তারা বলে: প্রভু তাঁর একমাত্র প্রথমজাত পুত্রকে মানুষের পাপের পায়শ্চতিত হিসেবে বলি দিচ্ছেন। আর এই পুত্রই হলো উপাস্য (ইশ্বর)। যদি উপাস্যকে প্রহার করা হয়, গালি দেওয়া হয় ও ক্রুশবদ্ধ করা হয়, ফলে তিনি মারা যান; তাহলে এই বিশ্বাস নজিই নজিরে অভ্যন্তরে আল্লাহর প্রতি নাস্তিকিতা ধারণ করছে এবং প্রভুকে দুর্বলতা ও অক্ষমতায় অভিযুক্ত করছে।

প্রভু কিসমস্ত মানুষের পাপ এক কথায় মাফ করতে অক্ষম? যদি তিনি মাফ করতে পারেন, আর তিনি তো সর্বশক্তিমান (খ্রিস্টানরা এতে দ্বিমিত করে না), তাহলে কোন জনিসি তাঁকে নজি পুত্রকে বলি দিতে বাধ্য করল? (আল্লাহ তাআলা অন্যায়কারীদের কথা থেকে বহু উদ্ধৃত।)

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তিনি আসমান ও যমীনরে স্রষ্টি। কীভাবে তাঁর সন্তান থাকবে, অথচ তাঁর কোনও সঙ্গিনী (স্ত্রী) নাই? তিনি সবকিছু স্রষ্টি করছেন এবং তিনি সবকিছু সম্পর্কে সুবজ্ঞ।” [সূরা আল-আনআম: ১০১]

একজন সাধারণ মানুষও মনে নেই না যে তার সন্তানকে কোনও অনিশ্চিত স্পর্শ করুক। বরং সে নিজের সন্তানকে রক্ষা করে, শত্রুর হাতে তুলে দেয় না; যে শত্রু তাকে কষ্ট দিবে বা গালি দিবে। থাকতো তাকে শূলে চড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য ছেড়ে দিবে। যদি একজন সাধারণ স্রষ্টির অবস্থা এরকম হয় তাহলে প্রভুর অবস্থা কমন হওয়া উচিত?

তৃতীয়ত: ‘আদি পাপ’-এর পায়শ্চত্রে যে বিশ্বাস খ্রিস্টানরা ধারণ করে বাস্তব জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কারণ আপনি যখন উল্লেখ করছেন যে, খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মানুষের উপর কোনও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। তাকে শুধু বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন করুণাবোধে হত; যাতে তিনি মানুষের পাপের পায়শ্চত্রে হসিবে মারা যান। এর মাধ্যমেই সে খ্রিস্টান হয়ে যাবে এবং প্রভুর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা লাভ করবে। শুধু তাই নয়, বরং একজন খ্রিস্টান বিশ্বাস করবে যে আল্লাহর পুত্রের সাথে যা ঘটছে সেটা তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত পাপের পায়শ্চত্রে। এরপর তো আর প্রশ্ন করার সুযোগ নেই যে, খ্রিস্টান সমাজে হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি ক্রমাগত হারে বাড়ছে কেন... যীশু কিসেগুলোর পায়শ্চত্রে করতে গিয়ে মারা যাননি? সেগুলো মাফ করে দেয়া হয়েছে এবং মুছে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা পাপ থেকে নিবৃত্ত হবে কেন?

আপনি কি আমাকে বলবেন: কেন আপনারা কখনও কখনও খুনকে মৃত্যুদণ্ড দেন, অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করেন এবং বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করেন; যদি আপনাদের দৃষ্টিতে সেই অপরাধীর পাপ যীশুর খুনের মাধ্যমে মাফ হয়ে গিয়ে থাকে? এ কী অদ্ভুত দ্বিচারিতা নয়?

মুসলমানরা যদি নিজদেরকে ‘মনোনীত’ মনে করে, তাহলে তারা নিজদের ধর্ম প্রচার করে না কেন?

আপনি বলছেন যে মুসলমানরা যেহেতু নিজদের মানবজাতির মধ্য থেকে ‘মনোনীত’ মনে করে, তাহলে তারা তাদের বিশ্বাস প্রচার করে না কেন? এর উত্তর হলো: তাদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান, আল্লাহর কতিব মনে চলেন তারা এটি করছেন। অন্যথায় ইসলাম মক্কা থেকে ইন্দোনেশিয়া, সাইবেরিয়া, মরক্কো, বসনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে কীভাবে পৌঁছাল? আজকে কিছু মুসলমানের আচরণে যে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, এর দায় ইসলামের নয় এবং ইসলাম এর কারণও নয়। বরং এসব ঘটছে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণের ফলে। কোনও মতাদর্শকে তার অনুসারীদের ভুলের জন্য ও বচিযুতির জন্য দায়ী করা ন্যায্যসংগত নয়।

মুসলমানরা যখন স্বীকার করে যে, পাপী আল্লাহর শাস্তি হুমকিপ্ৰাপ্ত যদি না সে তওবা করে এবং যখন তারা স্বীকার

করে যে, কচ্ছু পাপরে জন্য দুনিয়াতে এমন দণ্ড (শাস্তি) রয়েছে যা পাপীকে নবিত করবে এবং তা আখিরাতরে শাস্তরি পায়শ্চতিত হবে; যমেন হত্যা, চুরি ও যনিার দণ্ড ইত্যাদি; তখন কি তারা খ্রিস্টানদরে চযে অধিক ন্যায্যপরাযণ নয়?

ইসলামে প্রবশে করা কিকঠনি?

আপনি বলছেন যে খ্রিস্টধর্মে প্রবশে করা ইসলামে তুলনায় সহজ— এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল ধারণা। কেননা ইসলামে চাবকিঠি হলো মাত্র দুটি বাক্য: “আমি সাক্ষ্য দচ্ছি যে, ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনও উপাস্য নই’ এবং ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।’ এই বাক্য দুটির মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মাত্র কয়কে সেকেন্ডেই ইসলামে প্রবশে করতে পারেন। এর জন্য কোনও বাপ্তিস্মের দরকার নই, কোনও পাদরীর দরকার নই, কোনও নরিদষ্টি স্থানে যাওয়ার দরকার নই; মসজিদেও না, অন্য কোথাও না।

এর সাথে তুলনা করুন খ্রিস্টানদের বাপ্তিস্মের হাস্যকর আনুষ্টানকিতা, যা তারা কাউকে খ্রিস্টধর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সম্পাদন করে থাকে।

এছাড়াও খ্রিস্টানরা ক্রুশকে পবিত্র মনে করে; যে ক্রুশে যীশুকে শূলে চড়ানো হয়েছিল, যা তাঁর পিঠে কষ্ট দিয়েছিল ও যন্ত্রণা দিয়েছিল (তাদের দাবি অনুযায়ী!)। কিন্তু এই ক্রুশকে তারা পবিত্র, বরকতময় ও সুস্থতার প্রতীক মনে করে। অথচ এটিকে নিন্দনীয় ও ঘৃণার বস্তু মনে করা উচিত ছিল। এটিকে আল্লাহর পুত্রের মৃত্যুর জন্য জঘন্য প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত ছিল! এটিই তাঁর পিঠে কষ্ট দিয়েছিল এবং তাঁর ঘুম কড়ে নিয়েছিল।

সত্যের অধিকারী হিসেবে মুসলমানরাই অগ্রগণ্য

আপনি কি আমার সাথে একমত নন যে মুসলমানরাই সত্যের অধিকারী হওয়ার বেশি যোগ্য? কেননা তারা সমস্ত নবী ও রাসূলকে বিশ্বাস করে, তাদেরকে সম্মান করে এবং বিশ্বাস রাখে যে তাঁরা সকলেই সত্য ও একশ্বেবরবাদের (তাওহীদের) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা আরও বিশ্বাস করে যে আল্লাহ প্রতিটি নবীকে সেই কাল ও স্থানে উপযোগী শরীয়ত সহকারে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

একজন ন্যায্যপরাযণ খ্রিস্টান যদি দেখেন যে মুসলমানরা মুসা, ঈসা (যীশু) ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে বিশ্বাস করে এবং মূল তাওরাত, মূল ইঞ্জিল ও কুরআন কারীমকে বিশ্বাস করে, তারপর দেখে যে তার স্বজাতি খ্রিস্টানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে, তাঁর নবুয়তকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর কতিবকে মিথ্যা বলে; তাহলে কিতার ন্যায্যবোধ তাকে মুসলমানদের পাল্লাকে ভারী মনে করার দিকে প্রচালিত করবে না?



যীশু কিস্ত্যহি বলছিলেন “আমার মাধ্যম ছাড়া কউে পতির কাছে যতে পারবে না”?

আপনি উল্লেখ করছেন যে, যীশু (ঈসা) বলছেন: “আমার মাধ্যম ছাড়া কউে পতির কাছে যতে পারবে না।” প্রথমত: এই উক্তিটি প্রমাণ করতে হবে, যীশুর উক্তি হিসেবে এর সত্যতা সাব্যস্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত: এটি সুস্পষ্টভাবে ভুল। কেননা মানবজাতি নূহ, হুদ, সালহি, ইউনুস, শূআইব, ইব্রাহিম, মুসা এবং অন্যান্য নবীদের যুগে আল্লাহকে কীভাবে চনিল?

আর যদি এই উক্তির অর্থ এটা হয় যে ইসরাইলের বংশধররা (বনী ইসরাইল) ঈসা (যীশু) আলাইহিস সালামের যুগে ও তার পরবর্তীতে শেষে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কেবল ঈসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই আল্লাহর ধর্ম ও শরীয়াতে পটৌছতে পারবে, তাহলে আমরা বলব একথা সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত।

‘আমি ও পতি এক’ এই বাক্য কী যীশুর উপাস্য হওয়া প্রমাণ করে?

আপনি সবশেষে যীশুর উক্তি ‘আমি ও পতি এক’ উল্লেখ করছেন। এই বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত। আপনি যদি ইনসাফের পথ অনুসরণ করেন এবং প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তাহলে আপনার কাছে এটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে যে ‘আমি ও পতি’ কথাটি একটি সংযোজ্য (معطوف) ও সংযোজ্য পদ (معطوف عليه) দিয়ে এবং তাদের মধ্যে সংযোগকারী অব্যয় (أداة العطف) দিয়ে গঠিত।

ভাষাবিজ্ঞানে সংযোজন (عطف) ভিন্নতা বোঝায়। অর্থাৎ ‘পুত্র’ একটি সত্তা এবং ‘পতি’ ভিন্ন আরেকটি সত্তা। যদি কোনো ব্যক্তি বলে ‘আমি ও অমুক’, তাহলে প্রতিটি বিবিকেরান মানুষ বুঝবে যে তারা ভিন্ন দু’টি সত্তা। আর ১+১+১=১ এমন সন্মীকরণ সকল বিবিকেরান মানুষ (গণতিবিদী হোক বা অন্য যে কউে) প্রত্যাখ্যান করবেন।

পরিশেষে, আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি এবং আমার মনে হয় না আপনি এই উপদেশে প্রত্যাখ্যান করবেন: আপনি যা কিছু পড়ছেন আল্লাহর জন্য নষিঠাবান হয়ে নিজের মনের মধ্যে তা নিয়ে চিন্তা করুন; সব ধরনের পূর্বধারণা ও পুরনো মতামত থেকে মুক্ত হয়ে, সব ধরনের প্রবৃত্তি ও গোষ্ঠীগত পক্ষপাত থেকে বরিত হয়ে, কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে সঠিক পথের প্রার্থনায় বিশ্বস্ত হয়ে। আল্লাহ এমন বান্দাকে নরাশ করার মতো নন যে এভাবে তাঁর কাছে ফরিয়ে আসে। বরং তিনি মহানুভব। আল্লাহই সরল পথের দিশা দানকারী, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কিতাই না উত্তম কার্যনির্বাহী।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।